হারিয়ে যাওয়া সুন্নাহ

বই	হারিয়ে যাওয়া সুন্নাহ
মূল	শাইখ আব্দুল মালিক আল-কাসিম
অনুবাদ ও সম্পাদনা	আব্দুল্লাহ ইউসুফ
প্রকাশক	মুফতি ইউনুস মাহবুব

হারিয়ে যাওয়া সুন্নাহ

শাইখ আব্দুল মালিক আল-কাসিম

RUHAMA
PUBLICATION
রুহামা পাবলিকেশন

হারিয়ে যাওয়া সুন্নাহ
শাইখ আব্দুল মালিক আল-কাসিম

গ্রন্থস্বত্ব © রুহামা পাবলিকেশন

প্রথম প্রকাশকাল
রবিউল আওয়াল ১৪৪১ হিজরি / নভেম্বর ২০১৯ ইসায়ি

অনলাইন পরিবেশক
ruhamashop.com
wafilife.com
Sijdah.com

মূল্য : ১২৮ টাকা

RUHAMA PUBLICATION
রুহামা পাবলিকেশন
দোকান নং ৩১২, ৩য় তলা,
৪৫ কম্পিউটার কমপ্লেক্স, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
+৮৮ ০১৮৫০৭০৮০৭৬
ruhamapublication1@gmail.com
www.fb.com/ruhamapublicationBD
www.ruhama.shop

সূচিপত্র

অবতরণিকা ০৯
সুন্নাতের পরিচয় ১৫
সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরার ব্যাপারে ইমামদের গুরুত্বারোপ ১৫
অবহেলিত বা হারিয়ে যাওয়া সুন্নাতসমূহ ১৮
গোসল করার সময় প্রথমে অজু করা ১৮
জুতা পূর্ণরূপে পাক-পবিত্র থাকলে জুতা পায়ে সালাত আদায় করা ১৮
জুতা পরার সময় ডান পায়ে আগে পরা এবং খোলার সময় বাম পা থেকে আগে খোলা ১৯
পান করার সময় বসা ২০
পান করার সময় পাত্রের বাইরে নিশ্বাস ছাড়া এবং তিনবারে পান করা ২২
সফর থেকে ফিরে মসজিদে দুই রাকআত সালাত পড়া ২৩
কবর জিয়ারত করা ২৪
নামাজে সালাম ফেরানোর আগে বেশি বেশি দুআ করা ২৭
পরিচিত ও অপরিচিত সবাইকে সালাম দেওয়া ৩১
মোরগের আওয়াজ শুনে দুআ করা এবং গাধার ডাক শুনে আশ্রয় প্রার্থনা করা ৩২
সালাত আদায়ের সময় সামনে 'সুতরা' বা বেড়াদণ্ড রাখা ... ৩২
নফল সালাত বাড়িতে আদায় করা ৩৪
চাশতের সালাত আদায় করা ৩৫
কিয়ামুল লাইল বা তাহাজ্জুদ পড়া ৩৭
বিতরের সালাত আদায় করা ৪২
সুন্নাতে মুআক্কাদাসমূহের প্রতি যত্নশীল হওয়া ৪৩

ঘুমানোর আগে বিছানা ঝেড়ে নেওয়া ৪৬
সুরমা ব্যবহার করা ৪৭
প্রতিমাসে তিন দিন রোজা রাখা ৪৭
কোনো বিষয়ে দোদুল্যমানতায় পড়ে গেলে
ইসতিখারা করা ৪৯
মুয়াজ্জিনের সাথে আজানের উত্তর দেওয়া ৫০
যানবাহনে আরোহণের সময় দুআ পড়া ৫৩
আল্লাহর জন্য পরস্পর সাক্ষাৎ করা ৫৫
সফরের সময় সফরের দুআর প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা ৫৬
নিয়মিত মিসওয়াক করা ৫৮
পানাহার এবং খরচের ব্যাপারে মিতব্যয়ী হওয়া ৬০
সারাক্ষণ আল্লাহর জিকিরে মশগুল থাকা ৬৩
আত্মপর্যালোচনা করা ৬৯
ফরজ সালাতের পরে মাসনুন আজকার পাঠ করা ৭০
সূর্যোদয় পর্যন্ত সালাতের স্থানে বসে থাকা ৭৪
সকাল-সন্ধ্যার আজকারের প্রতি যত্নশীল হওয়া ৭৪
নিদ্রাকালীন আজকার পাঠ করা ৮১
সুগন্ধি ব্যবহার করা ৮৮
নতুন কাপড় পরিধানের সময় দুআ পড়া ৯০
নতুন চাঁদ দেখার পর দুআ পাঠ করা ৯১
রান্নাবান্নাসহ ঘরের অন্যান্য কাজে পরিবার ও স্ত্রীকে
সহযোগিতা করা ৯১
কখনো কখনো খালি পায়ে হাঁটা ৯২
গোরস্থানে চলার সময় জুতা খুলে ফেলা ৯৩
মেঘ-বৃষ্টি ও ঝড়-তুফানের সময় ভীত হওয়া
এবং দুআ করা ৯৪
ফজরের সুন্নাত আদায়ের পর ডান কাত হয়ে শোয়া ৯৭

একই দিনে সাওম পালন করা, জানাজার অনুসরণ করা,
অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া এবং দান করা ৯৭
হাজিগণ ব্যতীত অন্যরা আরাফার দিনে রোজা রাখা ৯৮
আশুরার দিন এবং তার আগের বা পরের দিন
রোজা রাখা ৯৯
জিলহজের প্রথম দশ দিন বেশি বেশি নেক আমল করা ... ১০০
রমাজানে ইতিকাফে বসা, বিশেষ করে শেষ দশকে ১০১
যেকোনো পবিত্র স্থান বা ভূখণ্ডে সালাত আদায় করা;
জায়নামাজ বিছিয়ে পড়া শর্ত নয় ১০১
দুধ পান করার পর দুআ করা এবং কুলি করা ১০৩
সফরকালীন উঁচু ভূমিতে উঠতে 'আল্লাহু আকবার' বলা
এবং নিম্নভূমিতে অবতরণের সময় 'সুবহানাল্লাহ' বলা ১০৪
ইদুল ফিতরের রাত থেকে ইমাম আসার আগ পর্যন্ত
তাকবির বলতে থাকা ১০৬
ইদুল আজহার রাত ও দিনে এবং আইয়ামে তাশরিকে
তাকবির বলা ১০৬
উমরার ইহরামের নিয়ত করা থেকে হারামে প্রবেশের
আগ পর্যন্ত তালবিয়া পাঠ করা ১০৭
হজ ও উমরার সময় সাফা-মারওয়ায় অবস্থান করা
এবং দুআ করা ১০৭
সালাতে শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে বাঁচতে বাম দিকে
থুথু ফেলা ১০৯
পায়ে হেঁটে ইদগাহে যাওয়া এবং ভিন্ন পথে ইদগাহ থেকে
ফিরে আসা ১১০
ইদের সালাতের আগেই সদকাতুল ফিতর উপযুক্ত
ব্যক্তিকে দিয়ে দেওয়া ১১০
নবজাতক শিশুর তাহনিক করা (কিছু চিবিয়ে

তার মুখে দেওয়া) ১১১
আকিকা করা ১১৩
নবজাতক শিশুর কানে আজান দেওয়া ১১৪
শিশু জন্মের সপ্তম দিনে তার মাথার চুল কেটে চুলের
ওজন পরিমাণ সোনা-রুপা দান করা ১১৪
প্রথম দিন নাম না রাখলে সপ্তম দিনে নাম রাখা ১১৫
খতনা করা ১১৬
জানাজা দেখলে দাঁড়িয়ে যাওয়া ১১৭
জানাজা নিয়ে দ্রুত চলা ১১৭
জানাজা রাখার আগে না বসা ১১৮
নাকে পানি দেওয়া এবং কুলি করা ১১৮
মৃত্যুর আগে অসিয়ত করা ১১৯
ফিতরি সুন্নাতসমূহ ১২০
অজুর সুন্নাতসমূহ ১২১
বিসমিল্লাহ পাঠ করা ১২১
প্রথমে উভয় হাতের কব্জি পর্যন্ত ধৌত করা
এবং তিনবার করে ধৌত করা ১২২
নাক পরিষ্কার করা ১২৩
দ্রুতগতিতে হাঁটা ১২৩

অবতরণিকা

الحمد لله الذي بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি তাঁর রাসুলকে সত্য দ্বীন ও হিদায়াত দিয়ে প্রেরণ করেছেন, যেন অন্যান্য দ্বীনের ওপর এই দ্বীনকে বিজয়ী করে তোলেন; যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে। শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক আমাদের প্রিয় নবি রাহমাতুল লিল-আলামিন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাঁর পরিবার-পরিজন ও সকল সাহাবির ওপর।

হামদ ও সালাতের পর, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুন্নাহর অনুসরণ ছাড়া বান্দার ইহকালীন সফলতা ও পরকালীন মুক্তি—কোনোটিই সম্ভব নয়। আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَمَن يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَن يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ

'আর যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করে, তাকে তিনি প্রবেশ করাবেন এমন জান্নাতে, যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হয় ঝরনাসমূহ, সেখানে তারা থাকবে স্থায়ীভাবে। আর এটা হচ্ছে মহাসফলতা। আর যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের অবাধ্যতা করে এবং সীমালঙ্ঘন করে, তাকে তিনি প্রবেশ করাবেন আগুনে, সে সেখানে চিরকাল থাকবে, আর তার জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।'[১]

সুতরাং আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আনুগত্যই হলো সফলতার আলোক-মিনার, যার চারপাশে আমরা প্রদক্ষিণ করছি। এবং এটাই মুক্তির আবাসস্থল—যার কোনো বিকল্প নেই।

আল্লাহ মানুষকে তাঁর ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছেন। যেমন তিনি ইরশাদ করেন :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

'আর আমি জিন ও মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছি শুধু আমার ইবাদতের উদ্দেশ্যে।'[২]

আর আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আনুগত্যই হলো ইবাদত—যা পূর্ণতা পায়

১. সুরা আন-নিসা : ১৩-১৪
২. সুরা আজ-জারিয়াত : ৫৬

দ্বীনের আবশ্যকীয় ও পছন্দনীয় কর্মসমূহ সম্পাদন করার মাধ্যমে। এ ছাড়া যত ভিন্ন পথ ও মত রয়েছে, সবই গোমরাহি ও ভ্রষ্টতা। এ কারণেই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

'যে আমাদের সুন্নাহ-বহির্ভূত কোনো কাজ করবে, তা পরিত্যাজ্য।'[৩]

ইরবাজ বিন সারিয়া রা.-এর সূত্রে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ، تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

'আমার পরে তোমাদের মাঝে যারা জীবিত থাকবে, অচিরেই তারা বিভিন্ন মতানৈক্য দেখতে পাবে। তোমাদের জন্য তখন আমার আদর্শ ও হিদায়াতপ্রাপ্ত খলিফাদের আদর্শকে আঁকড়ে ধরা আবশ্যক। তোমরা তা আঁকড়ে ধরবে এবং মাড়ির দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরবে। আর (দ্বীনের ক্ষেত্রে) নব-আবিষ্কৃত বিষয়ের

৩. তালিকু সহিহিল বুখারি : ৩/৬৯, সহিহু মুসলিম : ১৭১৮

ব্যাপারে সতর্ক থাকবে। কারণ, প্রত্যেক নব-আবিষ্কৃত বিষয়ই বিদআত। আর প্রত্যেক বিদআতই ভ্রষ্টতা।'[৪]

এ ছাড়াও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রায় সময় খুতবায় বলতেন :

فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

'সর্বোত্তম বাণী হলো আল্লাহর কিতাব (কুরআন) এবং সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ হলো মুহাম্মাদের আদর্শ। সর্বনিকৃষ্ট বিষয় হলো (দ্বীনের ক্ষেত্রে) নব-আবিষ্কৃত বিষয় এবং প্রত্যেক বিদআতই (নব-আবিষ্কৃত বিষয়) ভ্রষ্টতা।'[৫]

আল্লাহ তাআলা কুরআনের চল্লিশের বেশি স্থানে আল্লাহ ও রাসুলের আনুগত্যের কথা উল্লেখ করেছেন।[৬]

আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللهِ

'বস্তুত আমি একমাত্র এই উদ্দেশ্যেই রাসুল প্রেরণ করেছি, যাতে আল্লাহর নির্দেশানুযায়ী তাঁদের আদেশ-নিষেধ মান্য করা হয়।'[৭]

---

৪. সুনানু আবি দাউদ : ৪৬০৭
৫. সহিহু মুসলিম : ৮৬৭
৬. মাজমুউল ফাতাওয়া : ৪/২১
৭. সুরা আন-নিসা : ৬৪

সুন্নাত বিলুপ্ত হওয়া, অবহেলিত হয়ে পড়া, তা থেকে মানুষ বিস্মৃত হয়ে পড়া এবং সমাজে তার বাস্তবায়ন না থাকা—এর সবই বিদআত প্রসারের লক্ষণ। যেমন ইবনে আব্বাস রা. বলেন :

مَا يَأْتِي عَلَى النَّاسِ مَنْ عَامٍ إِلَّا أَحْدَثُوا فِيهِ بِدْعَةً وَأَمَاتُوا فِيهِ سُنَّةً، حَتَّى تَحْيَا الْبِدَعُ وَتَمُوتَ السُّنَنُ

'প্রতিটি নতুন বছরেই মানুষ একটি করে বিদআত আবিষ্কার করে এবং একটি করে সুন্নাত মিটিয়ে দেয়। এভাবে একসময় বিদআত প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং সুন্নাত বিলুপ্ত হয়ে যায়।'[৮]

বক্ষ্যমাণ পুস্তিকাটিতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এমন কিছু সুন্নাত সম্পর্কে আলোচনা করার প্রয়াস পেয়েছি, যেগুলো বর্তমান সময়ে চরম অবহেলার স্বীকার। তন্মধ্যে কিছু সুন্নাতের আমল কমে গেছে, আর কিছু সুন্নাত মানুষ একেবারে ছেড়েই বসেছে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুন্নাতের প্রচার-প্রসার এবং তাঁর নিম্নোক্ত হাদিসের ওপর আমল করার উদ্দেশ্যেই আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

৮. আল-বিদউ লি ইবনি ওয়াজাজাহ : ২/৮৩

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً، فَلَهُ أَجْرُهَا، وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ

'যে ইসলামে উত্তম কোনো জিনিসের প্রবর্তন করে, সে তার প্রতিদান পাবে এবং তার পরে সেটার ওপর আমলকারীর প্রতিদানও পাবে।'[৯]

পরিশেষে আবারও বলছি, মানবজাতির সার্বিক কল্যাণ ও সফলতা নিহিত আছে একমাত্র রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুন্নাত ও আদর্শের মাঝে। আল্লাহ তাআলা আমাদের রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আদর্শের ওপর চলা লোকদের অর্ন্তভুক্ত করুন এবং আমাদের ও আমাদের পিতামাতাদের ক্ষমা করুন। আমিন।

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه

৯. সহিহু মুসলিম : ১০১৭